সমকাল

তারিখ ... 14 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ২ .....

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে শম্বুকগতি

■ সাব্বির নেওয়াজ ও খান এ মামুন

সময়মতো অর্থ ছাড় করতে না পারায় শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচি (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম)। এ কারণেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, কর্মশালাসহ নানা কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসায় চলমান কর্মসূচির সুফল মিলছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, অন্যান্য প্রকল্পে আগে অর্থ বরাদ্দ হয়, তার পর কাজ হয়। আর এ কর্মসূচিতে আগে কাজ করতে হয়, তার পর অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় করে।

> দাতা সংস্থার শর্তকে দায়ী করছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা

সংশ্লিষ্টরা জানান, এ পদ্ধতিকে ট্রেজারি মডেল বলে। এতে দাতারা প্রকল্পের পুরো অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেয়। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে কোষাগার থেকে সে অর্থ বের করতে হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নতুন কোনো কার্যক্রম হাতে নিলেও অর্থ ছাড় করাতে তিন-চার মাস লেগে যায়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হলেও এ কর্মসূচিতে তা করা হয়নি। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কর্মসূচির সমন্বয়ক করা হয়েছে। তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কাজের চাপেই দিশেহারা। সরকারের এ কর্মসূচির পেছনে সময় ব্যয় করতে তারা রাজি নন। আবার প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা বলছেন, দাতাদের শর্তের কারণে এ কর্মসূচি হোঁচট খাচ্ছে।

দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার শর্ত নিয়ে বারবার জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এর আগে বিশ্বব্যাংকের শর্তের কারণে পাঠ্যবই ছাপানো নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তার নিরসন হয়। এখন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) শর্তের কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। দুই বছরে এ কর্মসূচির অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন হোঁচট খাচ্ছে। যদিও এডিবির কর্মকর্তারা বিষয়টি মানতে নারাজ। দ্রুত কর্মসূচি বাস্তবায়নেই এমন শর্ত দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তারা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচি নেয় ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে। শিক্ষা খাতের গুরুত্বপূর্ণ এ কর্মসূচি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কিন্তু এডিবির শর্তের কারণে শুরু থেকেই বাস্তবায়নে হোঁচট খায় কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এতে ব্যয় ধরা হয় এক হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে এডিবি প্রকল্প সাহায্য হিসেবে আটটি শর্তে ৭২০ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়। ঋণের সঙ্গে এমপিও ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ, ট্রেজারি মডেলে অর্থ ছাড় ও আলাদাভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করার মতো শর্ত জুড়ে দেয় সংস্থাটি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে থাকা এ এস মাহমুদ রোববার সমকালকে বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে ট্রেজারি মডেলের এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থছাড় করাতে কিছুটা সময় লেগেই যায়। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। অনেকখানিই সফল হওয়া

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

মাধ্যমিক শিক্ষা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

গেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এশিয়া উইংয়ের যুগ্ম সচিব আবু সাঈদ ফকির সমকালকে বলেন, বাস্তবায়নে পিছিয়ে থাকার পেছনে দাতা সংস্থার শর্ত মূল কারণ নয়। শিক্ষা খাতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। এ কর্মসূচির বেশ কিছু শর্ত মূলত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। এটি শিক্ষা ভবনের অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চান না।

এডিবি ঢাকা কার্যালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, বিশ্বব্যাংকসহ বড় উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সবচেয়ে স্বীকৃত মডালিটি (পদ্ধতি) হলো ট্রেজারি মডেলে কর্মসূচিতে অর্থায়ন। এতে অর্থ ছাড়ে দাতা সংস্থার সঙ্গে অহেতুক চিঠি চালাচালি করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অহেতুক এডিবির ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। মূলত অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবই মূল সমস্যা। আলোচনার মাধ্যমে সরকারকেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে (মাউশি) এ কর্মসূচির আওতায় সাত লাখের বেশি শিক্ষককে সৃজনশীল পদ্ধতি ও কারিকুলাম বিষয়ে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত দুই বছরে মাত্র এক লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া গেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার কথা থাকলেও অর্থ ছাড়ের জটিলতায় এক টাকাও এ খাতে ব্যয় হয়নি। দেশের মাত্র ৫৪টি উপজেলার ৩০ শতাংশ ছাত্রী ও ১০ শতাংশ ছাত্রের উপবৃত্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আসবাবপত্র ক্রয়, কম্পিউটার সরবরাহসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়নি। এসবের কারণ খুঁজতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে (আইএমইডি) প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য হুমায়ুন খালিদ জানান, অর্থ অবমুক্তির দীর্ঘসূত্রতায় এ কার্যক্রম প্রকল্প আকারেই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। আলাদাভাবে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করলে কর্মসূচির অগ্রগতি আরও সন্তোষজনক হবে।